শহর ও জেলার খবর

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক প্রয়াত সত্যজিৎ রায়-এর নামে তিনটি উদ্যানের উদ্বোধন হল কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডের অন্যতম রূপকার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

জেলায় ভোটার তালিকায় নাম উঠলো নতুন ভোটারদের

খায়রুল আনাম— বিগত বছরে জেলা বীরভূমের ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ছিলেন ২৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৪১ জন। এবার তা বেড়ে হয়েছে ২৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৬১ জন। অর্থাৎ নতুন ভোটার হিসেবে ৮৪ হাজার ৯৮২ জনের নাম নথিভুক্ত হওয়ায় এই বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, ১৯ হাজার ২৬০ জন ভোটারের নাম বিভিন্ন কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদও গিয়েছে। বিগত বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এসআরইআর-এর কাজ শুরু করে বীরভূম জেলা প্রশাসন। সেই প্রক্রিয়ায় জেলার নতুন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আবেদন জানানো হয়। তার সঙ্গে সংশোধন ও নাম স্থানান্তরকরণেরও আবেদন ছিল। সেখান থেকেই এই তথ্য উঠে এসেছে।

জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ২ লক্ষ ২২ হাজার ৩২০ জন ভোটারের নাম তালিকায় সংশোধন করা হয়েছে। যাদের মধ্যে কারও নাম ভুল, কারও বাবার নাম ভুল, ঠিকানা ভুলের মতো বিষয়গুলি ছিল। সেইসব ত্রুটি সংশোধন করে এই ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। এর সাথে এবার জেলায় ৮ হাজার ৬২৫ জন ভোটারের নাম স্থানান্তরকরণও করা হয়েছে।

সেই সাথে এটাও জানা যাচ্ছে যে, এবারার ভোটাররা অতীতের সাদা-কালো সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের পরিবর্তে এবার থেকে পিভিসি এপিক কার্ড হাতে পাবেন। এই এপিক কার্ড হবে ঝকঝকে রঙিন। এই কার্ডে ভোটারের ছবিও থাকবে রঙিন। এই কার্ডটি এটিএম বা প্যানকার্ডের মতো দেখতে হবে। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি এই কার্ড যা সহজে নষ্ট হবে না এবং আগুনেও পুড়বে না। এই কার্ডটি হবে পলিমার ভিনাইল ক্লোরাইডস। অর্থাৎ, থার্মোপ্লাস্টিক মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরি। বুথ লেভেল অফিসারদের মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যেই জেলা নির্বাচন দফতর এই নতুন ভোটার কার্ড ভোটারদের হাতে তুলে দিতে পারবে বলে আশা করছে।

সাত হাজার গ্রামে প্রচার করবে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি— 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির পর এবার নতুন ক্যাম্পেন সাজিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর। আগামী ২ মার্চ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের এই 'মেগা' জনসভা থেকে নতুন প্রচার ক্যাম্পেন শুরু করবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী ৭৫দিন ধরে এই প্রচার চলবে। তৃণমূলের ১ লক্ষ সংগঠক নেতারা সাত হাজার গ্রামে মানুষের কাছে পৌঁছবেন রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে। কিভাবে হবে এই ক্যাম্পেন? সূত্রের খবর, ইউপিএ-২ অনেক কাজ করা সত্ত্বেও সেই কাজকে রাজনৈতিকভাবে প্রচার করতে পারেনি। এই কাজটা কিভাবে করবে তৃণমূল তা নিয়েই মূলত এই নতুন প্রচার। দ্বিতীয় দফার প্রচারে তুলে ধরা হবে কেন বাংলার মসনদে দরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে তৃণমূলের বার্তা। প্রসঙ্গত, প্রায় ৮৫০০ গ্রামে 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি করা হয়েছে। কমপক্ষে ৭ হাজার গ্রামে রাত্রিবাস করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বিভিন্ন সমস্যা মানুষ তুলে ধরেছেন 'দিদিকে বলো' কর্মসূচিতে। নতুন প্রচার অভিযানের সঙ্গে ওই কর্মসূচিও থাকবে বলে খবর।

নতুন মালিকদের কাঁধ থেকে সম্পত্তিকরের বোঝা কমাতে ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি- মালিকানা হস্তান্তরের সময় ৬ বছরের বেশি সম্পত্তিকর বকেয়া রেখে করানো যাবে না মিউটেশন। নতুন মালিকদের বিপুল করের বোঝা থেকে ভারমুক্ত করতে শনিবার এমনটাই জানান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, পরিকল্পনাটি নিয়ে আগেই চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল। এবার এর বাস্তবায়ন করা হবে।

এদিন 'মেয়রকে বলুন' অনুষ্ঠানে ফোন করে বিপুল করের বোঝা সংক্রান্ত সমস্যার কথা ফিরহাদ হাকিমকে জানান শহরের দুই বাসিন্দা। দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মালিকানা হস্তান্তর হওয়ার আগে দীর্ঘ বছরের সম্পত্তিকর বকেয়া পড়ে রয়েছে পুরানো মালিকের, যা মেটাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে নতুন মালিকের।

এই ঘটনা সামনে আসার পরই মেয়র স্পষ্ট জানান, ৬ বছরের বেশি সম্পত্তিকর বকেয়া রেখে মিউটেশন করা যাবে না। অর্থাৎ নতুন মালিক সর্বোচ্চ ৬ বছরের জেনারেল রিভ্যালুয়েশন (জি আর) এবং কর দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। শীঘ্রই এই নতুন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরও বলেন, নতুন সম্পত্তি করদাতাদের এলাকাভিত্তিক করব্যবস্থার আওতায় কর দিতে হবে।

পাশাপাশি বর্ষাকালে উত্তর এবং মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলজমার যন্ত্রণা দূর করতে নতুন প্রকল্পের কথাও এদিন ঘোষণা করেন মেয়র। তিনি জানান, মধ্য কলকাতার একাংশ, ঠনঠনিয়া, কালীবাড়ি সহ উত্তর কলকাতার যে সমস্ত এলাকায় বর্ষায় জল জমার প্রবণতা রয়েছে সেখানে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নিকাশি মাস্টারপ্ল্যানের কথা ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। ১৩৯ কোটি টাকা এই প্রকল্পে খরচ করা হবে বলেও জানান তিনি। এই নিকাশি মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শেষ হলে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় জল জমার সমস্যার সমাধান হবে বলেই আশাবাদী মেয়র।

শিল্পী ভবতোষ সুতারের তৈরি গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সম্পর্কে শিবদাস তাঁর মামা। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ১১২ নং ওয়ার্ডের শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সরণীতে মূর্তির উন্মোচনে কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

দেশে চৈতন্যদেবের সবচেয়ে বড় মূর্তি নির্মাণ হবে তমলুকে: শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি— দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় চৈতন্যদেবের মূর্তি তৈরি হবে তমলুকে। আর সেই মূর্তি নির্মাণের জন্য হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় চৈতন্যদেবের মূর্তি তৈরি করা হবে বলে জানালেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার মন্ত্রীরই ব্যবস্থাপনায় তমলুকের শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীউর মন্দির কর্তৃপক্ষের আয়োজনে 'প্রথম আগমন মহামহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে আজ থেকে ৫১১ বছর আগে তমলুকে এসেছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব মহাপ্রভু। তাঁর আগমন দিবস উপলক্ষ্যে এই মহোৎসবের আয়োজন। শনিবার তমলুকের রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল মাঠ থেকে খোল, করতাল সহকারে কয়েক হাজার মানুষ তমলুক শহর পরিক্রমা করেন।

বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। চৈতন্যদেবের আগমন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন তমলুক পুরসভার পুরপ্রতিনিধিরাও। শনিবার সকাল থেকে তমলুকের শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীউর মন্দিরে বিশেষ পুজো শুরু হয়। একই সঙ্গে চলে নামসংকীর্তন পর্ব। দশ হাজার মানুষকে প্রসাদ খাওয়ানোর বিশাল আয়োজন করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। শ্রী চৈতন্যদেবের স্মরণে এই বিশেষ পুজোয় সামিল হতে এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা সকালে এসে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের আগমন দিবসের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সামিল হতে পেরে খুশি মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে তাঁকে খোল কাঁধে নিয়েও বাজাতে দেখা যায়। এদিন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, দেশের সবচেয়ে বড় চৈতন্যদেবের মূর্তি গড়ে তোলা হবে তমলুকে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় চৈতন্যদেবের বিশাল মূর্তি গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে ব্যস্ততার মাঝেও এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানান। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা হাজির হওয়ায় তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মন্ত্রী।

পুরভোটের নির্ঘন্টের বিষয়ে জানতে কমিশন চিঠি দিচ্ছে রাজ্যকে

নিজস্ব প্রতিনিধি— এবার পুরনির্বাচন নিয়ে রাজ্যকে চিঠি পাঠাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। চিঠি দেওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে কমিশনের তরফে। আগামী এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্যে পুরসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জল্পনা জলছে। প্রথম দফায় হাওড়া ও কলকাতা পুরনিগম এবং দ্বিতীয় দফায় আরও কয়েকটি পুরসভাঠ ভোটের সম্ভাবনা। পুরভোটের বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচন কমিশনকে কিছু না জানানোয় এবার কমিশনই তা জানতে চাইছে বলে সূত্রের খবর। কমিশন চাইছে এবার নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোক। সূত্রের খবর, কমিশন দু'দফাতে ভোট শেষ করতে চাইলেও রাজ্য চাইছে তিন দফায় ভোট হোক। পুরভোটের নিয়ম অনুযায়ী খসড়া তালিকা থেকে বেরোনোর ১০ সপ্তাহ পর ভোট করাতে কোন অসুবিধা থাকে না। সেই হিসেব ধরলে ২৭ মার্চের পর যেকোনও দিনই নির্বাচন হতে পারে। ৩১ মার্চের মধ্যে সব বোর্ডের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপ ভোটের দিনক্ষণ ঠিক করতে চায় কমিশন। যাতে দ্রুত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় সে জন্যই ওই চিঠি বলে কমিশনের একটি সূত্রের দাবি।

পরীক্ষায় বসতে না পারা যুবককে খেসারত দিল ডাক বিভাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি– দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষা দেবার জন্য ফরম ফিলাপ করেছিলেন কুসুমন্ডি ব্লকের মল্লপাড়া এলাকার বাসিন্দা জার্জিস জামান। পরীক্ষা ছিল গত ২৭.০৯.২০১৮ তারিখে। অভিযোগ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ডাক বিভাগের অবহেলায় জার্জিস জামানের কাছে পরীক্ষার দুইদিন পর ২৯.০৯.২০১৮ তারিখে অ্যাডমিট কার্ড পৌঁছয়। ফলে জামান পরীক্ষা দিতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ক্রেতা উপভোক্তা দফতরে যোগাযোগ করেন তিনি। আর্থিক অসুবিধা থাকলেও ক্রেতা উপভোক্তা দফতরের সহযোগিতায় সেই দফতরেরই শাখা কনজিউমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যুরোর মাধ্যমে ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মামলা করেন জামান। এরপর মামলা চলে টানা বারো মাস। গত ডিসেম্বর মাসে জামান মামলাটিতে জিতে যান। মামলায় বিচারক রায় দেন তাঁকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে ডাক বিভাগকে। সেইমতো কিছুদিন আগে জামানের কাছে তার প্রাপ্য ৫০ হাজার টাকা গিয়ে পৌঁছয়।

জামান কনজ্যুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যুরোর মাধ্যমে সুবিচার পাওয়ায় এদিন সেই দফতরকে ধন্যবাদ জানাতে বালুরঘাটে এসেছিলেন। পরীক্ষা দিতে অসফল হলেও কনজ্যুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যুরোর মাধ্যমে সুবিচার পাওয়ায় খুশি এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি।

কামারহাটিতে ভস্মীভূত ১০টি বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি— শনিবার সকালে ভস্মীভূত হয়ে গেল কামারহাটি পুর অঞ্চলের প্রান্তিক নগরের ১০টি বাড়ি। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ প্রান্তিকনগরের বস্তি এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এরপর এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় দমকল কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ ও কামারহাটি পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা। এদিন দমকল অধিকারিক প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন ছড়িয়েছে। আগুনে ১০-১২টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, একটা বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। এরপরেই বস্তি জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে। ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হওয়ায় মাথায় হাত বস্তিবাসীদের। যদিও যাদের ঘর পুড়ে গেছে তাদেরকে টিচার্স কলোনির পূজামণ্ডপ এবং ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় পুর প্রতিনিধি বিমল সাহা জানান, যাদের ঘর পুড়ে গেছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

সবংয়ে এনআরসি বিরোধী সভায় মানুষের ঢলে উজ্জীবিত মানস

কেন্দ্রের বি জে পি সরকারের NRC, CAA এবং NPR এর বিরুদ্ধে
সবং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে
প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি-- এনআরসি, সিএএ, এনপিআর-এর বিরোধিতা করতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্যানারে শনিবার সবং স্কুল মাঠে জনসভায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে রীতিমতো উজ্জীবিত মানস ভুঁইয়া। তাঁর ঘোষণা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই সবংয়ে সংখ্যালঘু, মহিলা ও আদিবাসী জনজাতি সম্মেলন করা হবে। উপস্থিত মাঠ উপচানো ভিড়কে লক্ষ্য করে রাজ্যসভার সাংসদের হুঁশিয়ারি, কিছু বজ্জাত সবংয়ে তৈরি হয়েছে। এরা সবংয়ের ভালো চায় না। রাজ্যের ভালো চায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো চায় না। এরা গোপনে বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। এদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখুন। গোপনে যারা পদ্মের জন্য সার ছড়াচ্ছে, জল দিচ্ছে, ঘরে থেকে বিজেপির জন্য দরজা খুলে রেখেছে সেই বজ্জাতগুলোর মোকাবিলা করতে ডা. মানস ভুঁইয়ার পাঁচ মিনিট সময়ও লাগবে না।' শুধু ঘর শত্রু বিভীষণদের নয়, সিপিএমকেও মানসের হুঁশিয়ারি পাপের অংশীদার আর হবেন না। তিনি পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সবংয়ের ১১টা জায়গায় আরএসএস শাখা খোলার চেষ্টা করছে। লক্ষ রাখবেন।' উজ্জীবিত সাংসদ আরও বলেন, 'আমরা দেশকে ভাগ করতে দেব না, এই শপথ নিয়েছি।'

সবং তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি আবু কালাম বক্স বলেন, এনআরসি সহ কেন্দ্রের কালা কানুনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ কোন পর্যায়ে এই জন জোয়ারই তার পরিচয়।

সভার অন্যতম বক্তা রাজ্যের পুরস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র বলেন, বিজেপি সংকীর্ণ রাজনীতি করছে। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশে আগুন জ্বালাতে চাইছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে থাকাকালীন যুবদের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আজকেও যুবদের আন্দোলন শুরু করতে হবে। ভুবনেশ্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে সিপিএম, কংগ্রেসের ব্যঙ্গকে কটাক্ষ করে সৌমেনবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহের মুখের উপর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, আপনি দিল্লি দেখুন। দাঙ্গা বিধ্বস্তদের পাশে দাঁড়ান। অধীর চৌধুরির সে ক্ষমতাও নেই। সিপিএমের সেটুকু ক্ষমতাও নেই। বাম আজ রাম হয়েছে।

এদিন মানসবাবু জানান, তেমাথানী-পটাশপুর রাস্তার জন্য ১১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রুইনানে এসবিএসটিসির ডিপো হবে। সৌমেনবাবুর সাহায্যে সবংয়ে আরও জল প্রকল্প হবে। মাদনাপুর, বড়চাহড়া ও বেনেদিঘিতে নতুন করে ব্রিজ হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মেদিনীপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় বিজেপিকে কটাক্ষ চন্দ্রিমার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি– শনিবার মেদিনীপুর শহরে জেলা পরিষদ হলে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সৌমেন মহাপাত্র, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা, সহসভাধিপতি অজিত মাইতিসহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী শিউলি সাহা, বিধায়ক মৃগেন মাইতি, প্রদ্যুৎ ঘোষ, দীনেন রায়, আশিস চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা সামিল হয়েছিলেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাতটি পুরসভার নির্বাচন আসন্ন। তাই ওই পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার এই মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সভানেত্রী রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সংগঠনের মহিলা কর্মী ও সমর্থকরা নিঃস্বার্থ ভাবে দলের হয়ে কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা সেই নির্দেশ মেনে প্রতিটি এলাকায় কাজ করছেন বলেও জানান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন, আগামী দিনেও থাকবেন তা সামনের পুরসভা নির্বাচনে ফের প্রমাণিত হবে। তাই আমরা বিজেপিকে নিয়ে চিন্তিত নই। বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস কে কি বলছে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, আগে ওরা দিল্লি সামলাক পরে বাংলার কথা ভাববে। দিল্লিতে যা ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে সারাদেশে বিজেপির মুখ পুড়েছে। তাই ওদের উচিত আগে দিল্লি সামলানো। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে রয়েছেন, মানুষের উন্নয়নে কাজ করছেন। তাই হাজার চেষ্টা করেও বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করতে পারবে না। মহিলা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করার আহ্বানও জানান চন্দ্রিমা।

শিক্ষক খুনের ঘটনায় চৌদ্দ মাস পর গ্রেফতার স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ২৯ ফেব্রুয়ারি– শিক্ষক খুনের ঘটনার চৌদ্দ মাসের মাথায় এই খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল নিহত শিক্ষকের স্ত্রীকে। আজ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে যায় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে। পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম পাপিয়া মণ্ডল। আজ তাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশি হেফাজত হয়।

পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, হত্যার ঘটনাটি ঘটে ২০১৮ সালের ২৩ নভেম্বর। রঘুনাথপুর শহর লাগোয়া বারিকবাঁধ এলাকার বাসিন্দা প্রাথমিক শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয় বাড়ির পাশেই। ঘটনার তদন্ত শুরু হলেও পুলিশ দীর্ঘদিন অন্ধকারে থাকে। তবে নজর রাখা হয় শিক্ষকের স্ত্রী পাপিয়ার দিকে। দেখা যায় তার সঙ্গে বহু পুরুষের সম্পর্ক রয়েছে। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবিও রয়েছে তার। এরপর নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

উল্লেখ্য নিহত হওয়ার মাত্র সাত মাস আগে বিয়ে হয়েছিল ওই শিক্ষকের। নিহতের মা মমতা মণ্ডল জানান, ২০১৮ সালে ১৯শে এপ্রিল চিন্ময়ের বিয়ে হয় নিতুড়িয়া থানার মেকাতলা গ্রামের পাপিয়া মণ্ডলের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের সাত মাস পরেই নৃশংসভাবে খুন হতে হয় তাঁর ছেলেকে। মাসের পর মাস কেটে গেলেও খুনের কিনারা হয়নি। বিচারের জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন তিনি। নিজের বউমার চালচলন তাঁর ভাল লাগেনি বলেও বারে বারে জানান মমতা দেবী। পাপিয়া গ্রেফতার হওয়ায় এখন ছেলের খুনের কিনারা হওয়ার আশায় আছেন তিনি।

সম্পত্তির অনলাইন ই-নিলাম বিক্রয়

kotak
কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭, বিকেসি, সি ২৭, জি-ব্লক, বান্দ্রাকুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.) মুম্বই, মহারাষ্ট্র, পিন কোড - ৪০০ ০৫১
শাখা অফিস : এপিজে হাউস, ১৫ পার্ক স্ট্রিট, ব্লক 'সি', ৮ম তল, কলকাতা-৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) এবং ৯ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণের জন্য সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিন অধীন প্রদত্ত ঋণের জন্য বন্ধক এবং দায়বদ্ধ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্স সার্ভিসেস লিমিটেড ("টিসিএফএসএল") কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত ১১.০৯.২০১৮ তারিখে মহামান্য বোম্বে হাইকোর্টের ০৫.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশবলে এবং ৩০.০৩.২০১৯ তারিখে ("অ্যাসাইমেন্ট এগ্রিমেন্ট") অনুযায়ী টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্স সার্ভিসেস লিমিটেড ("টিসিএফএসএল") কে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুকূলে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য যাবতীয় ক্ষমতা/স্বত্ব/জামিনদত্ত স্বত্ব/সুবিধা ইত্যাদি প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সমুদয় সম্পত্তি 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'যেমন আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বেলা ১২টা থেকে বেলা ১টার মধ্যে পাঁচ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে ৫,৫১,৩৬,৩০৭.৭৭ (পাঁচ কোটি একান্ন লাখ ছত্রিশ হাজার তিন শত সাত টাকা সাতাত্তর পয়সা) টাকা আদায়ের ১৮.১০.২০১৬ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১৯.১০.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ চুক্তি অনুযায়ী শুল্ক অ্যাকাউন্ট নং WCD0043 কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া জামিন অধীনে বিনিয়োগকারী মেসার্স কল্পতরু ইমপেক্স, শ্রী সুশীল কুমার আগরওয়াল, শ্রী বিকাশ বৈরাগারা, শ্রী অমিতাভ আগরওয়াল এবং মেসার্স বিবান স্টক ব্রোকিং প্রা. লি.-এর কাছ থেকে আদায় করা হবে, সংরক্ষিত মূল্য ৪৭,০০,০০০ এবং বায়না জমা ৪,৭০,০০০ টাকা।

সম্পত্তির বিবরণ আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১১১/৫৮ এবং ১২৯- এলআর খতিয়ান নং ২৪৩-অধীন, মৌজা রায়চক এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫০৮/৬৭১, ৫০৯/৬৭২, ৫৪০/৬৭৩, ৩০২, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৩০, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৬, ৩৮২, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯৫, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯২, ৩৩০, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৪২, ৩৫৪, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৯, ৪৮৭, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৭০, ৪৭৩, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫১০, ৫১২, ৫৩৯, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৯৩, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৫৪৩, ৫৪২, ৫৬৯ এবং ৬৫৩, ৪৮৭, ৩৫২, ৩৩৩/৫৬৯, ৪১৩, ৪৭১, ৪৭২-এর অংশ মৌজা সিংঘলগুঙ্গাবাদ, থানা ডায়মন্ড হারবার, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মথুরা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন মোট ১৫০ বিঘা জমি ৪৩২০ বর্গ ফুট কান্ট্রি হোমের জন্য ব্যবহৃত চিহ্নিত ৩২৫১ বর্গফুট সংলগ্ন জমি এবং ১০৬৯ বর্গফুট জমিস্থিত প্লটে নির্মিত ভবনের ১ম তল এবং তদূর্ধ্বে একটি তল ১৮৭৪ বর্গফুট ঢাকা এলাকা সমন্বিত এফএক্স-১২/এ-২ ইউনিট সমন্বিত কান্ট্রি হোম সমুদয় সম্পত্তি।"

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে দেখুন লিঙ্ক https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.kotak.com এবং/বা https://kotakbank.auctiontiger.net থেকে দেখা যাবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.০২.২০২০

অনুমোদিত অফিসার
কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড